বন্যার্ত অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানো নৈতিক দায়ীত্ব—জাভেদ মাসদ মিল্টন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেছেন, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ বন্যা মানুষকে নি:স্ব করে ফেলেছে। এই সময় অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানো নৈতিক দায়ীত্ব। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া তার খোঁজ না নিয়ে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান সরকার বন্যার্তদের পাশে না দাড়িয়ে বিএনপির ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে উপহাস করে যাচ্ছেন। অথচ, হাহাকার করছেন সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের বন্যা পীড়িত মানুষ জন।

সারা দেশের বিএনপি নেতা কর্মীদের যার যতটুকু সামর্থ আছে তাই নিয়ে আজ তাদের পাশে দাড়িয়েছেন। বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা পীড়িত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ত্রাণ সংগ্রহ অনুষ্ঠাণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীন বিএনপি নেতা আব্দুল হালিম।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনিপির ইউনিয়ন বিএনপির ইউনিট প্রধানরা প্রধান অতিথি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের হাতে স্থানীয় বিএনপিরনেতা কর্মীদের নিকট থেকে সংগ্রহীত ত্রাণের ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তুলে দেন।

গাংনী পৌর বিএনপির সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার উপস্থাপনায় এসময় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, জেলা বিএনপির সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক আব্দুস সাত্তার, গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও বিএনপি নেতা ইনসারুল হক ইনসু ষোলটাকা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান

ও বিএনপি নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর ও বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান. মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নওশাদ আলী, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, সদস্য সচিব জাহিদুল হক জাহিদ, পৌর যুবদলের আহবায়ক সাবেক কাউন্সিলর সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচিব সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক, উপজেলা স্বেচ্চাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম, সদস্য সচিব হারুন উর রশিদ বাচ্ছু, পৌর স্বেচ্চাসেবক দলের আহবায়ক ইনামুল হক, সদস্য সচিব জামাল উদ্দীন, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক বিপ্লব হোসেন, সদস্য সচিব রিপন হোসেন, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক জুয়েল আহম্মেদ, সদস্য সচিব শাকিল আহম্মেদ প্রমুখ।

এসময় উপজেলা, পৌর বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপির কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্দেশনামতে বন্যার্তদের পাশে দাড়াতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিভিন্ন ইউনিট থেকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা উত্তেলন করা হয়েছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপি ৩০ হাজার, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপি ৩০ মটমুড়া ৩০ হাজার টাকাসহ গাংনী পৌরসভা ও ৭টি ইউনিয়ন থেকে ২০ হাজার টাকা করে ত্রাণ তহবিলে জমা দেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে এাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের

মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৪০০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে যে সব খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের মাঝে এই সামান্য উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছি।

তিনি আরও বলেন, যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন আমার পৌর এলাকাতে কেও না খেয়ে থাকবে না।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন পেনেল মেয়র শাহিনুজ্জামান রিটন, ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর রিপন, এছাড়া যুবলীগ নেতাকর্মী।

কুষ্টিয়ায় ত্রাণের দাবীতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়ায় ত্রাণের দাবীতে সড়ক অবরোধ করেছে মোটর শ্রমিকরা।

গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কুষ্টিয়া কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল এলাকায় কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী মহাসড়কে অবরোধ করে তারা। এসময় সড়কে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শ্রমিকরা।

পরে ঘটনাস্থলে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয়।

মাসুদ রানা নামের এক বাস চালক বলেন, “করোনার কারণে প্রায় দেড় মাস ধরে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় আমরা বেকার হয়ে পড়েছি। আমাদের চালকের সাথে হেলপার ও সুপারভাইজাররা মানবেতর জীবন কাটাচ্ছি। আমাদের ঘরে খাবার নাই। মালিক ও শ্রমিক নেতারাও খোঁজ নেয় না।”

আব্দুল মান্নান নামের এক শ্রমিক জানান, “আমাদের মতো অনেক শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছে। বাস চলাচল না করায় আমরা ঘরে অলস সময়

কাটাচ্ছি। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি।

আমাদের কোন খাদ্যসহায়তাও প্রদান করে না কেউ। অথচ ত্রাণ দেওয়ার কথা বলে নেতারা আমাদের পরিচয়পত্র নিয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে। এখনো কোন খবর নাই।”

এদিকে, অবরোধ চলাকালে সড়কের দু’পাশে শত শত ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানসহ অন্য যানবাহন আটকা পড়ে।

পরে বাস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়ে খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার আশ্বাস দিলে তারা এ অবরোধ তুলে নেয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, “খাদ্য সহায়তার দাবিতে কিছু সংখ্যক শ্রমিক সড়ক অবরোধ করে। আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে সাহায্য নিতে বলেছি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।”

মেহেরপুরে খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে না অধিকাংশ পরিবার

মেহেরপুরে কর্মহীন হয়ে পড়া অনেকেই পায়নি ত্রাণ সহযোগীতা। জনপ্রতিনিধি ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের কাছে ঘুরে ঘুরেও কোন লাভ হয়নি বলে অভিযোগ করেছে অনেকে। এমন কি সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে মুঠোফোনে কল করেও মেলেনি খাদ্য সহায়তা। তালিকাতেও রয়েছে স্বজনপ্রীতি। সেই সাথে কিছু পরিবার একাধিকবার পাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দরিদ্র অসহায় কর্মহীন জনগনের চাল ও নগদ অর্থ বিতরণের লক্ষে মেহেরপুর জেলায় ৯৪১ মেট্রিক টন চাল, ২৭লাখ ৭৫ হাজার নগদ অর্থ এবং শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ৫লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

এর মধ্যে গতকাল ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত ৩০ হাজর ৩৯৭ পরিবারের মধ্যে

৪১৬ মেট্রিক টন চাল, ১২ হাজার ৮শ পরিবারের মাঝে ১৪ লাখ ৭৫ হাজার ৫শ টাকা বিতরণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত শিশু খাদ্যের অনুকুলে কোন টাকা বিতরণ করা হয়নি।

এদিকে সরকারি খাদ্য সহায়তা হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ, স্থানীয় সংসদ সদস্যর খাদ্য সহায়তা, জেলা পরিষদের খাদ্য সহায়তা, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করায় অনেক পরিবার এ সুবিধা না পেলেও কিছু পরিবার রয়েছে যারা একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে এ সহায়তা পেয়েছেন। ফলে ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া, কুতুবপুর, শোলমারী, শুভরাজপুর, তেরঘরিয়া আশ্রয়ন, বুড়িপোতা, নবিনগর খাল পাড়া, যাদবপুর, রাজাপুর, রাধাকান্তপুর, বন্দর, বামনপাড়া, সুবিদপুর, সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে সঠিকভাবে পৌছাইনি ত্রাণ সুবিধা। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম সরকারি ত্রাণ সামগ্রী এসেছে বলে জানিয়েছে জনপ্রতিনিধিরা।

সেই সাথে মেহেরপুর পৌর এলাকাতেও ত্রাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সজনপ্রীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে কর্মহীন অনেক মানুষ। আবার অনেকেই বলছে ভোটার আইডি নিয়েছে অনেক আগেই কিন্তু কোন খোঁজ নেই।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সারা বংলাদেশে চলছে অঘোষিত লক ডাউন। এরই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুরেও গত ২৪ মার্চ চলছে লক ডাউন। সেই সাথে সবাইকে ঘরে থাকার জন্য বলা হয়েছে। ঘরে থাকা নিশ্চিত করতে ও সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখতে ইতিমধ্যে মাঠ নেমেছে সেনাবাহিনী।

এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে অনেকেই। নিম্ন ও মধ্য বিত্তদের দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট। সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে এই সব কর্মহীন মানুষদের খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হলেও খাদ্য না পেয়ে হতাশায় পড়েছে অনেকে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের শুকুর আলী, লালন, রেশিয়া, সিদ্দীক, বাহাদুর, হাফেজ জানান, আজ প্রায় ২১ দিন হতে চললো কোন কাজ নাই। যে গুলো বাড়তি ছিল তাও শেষ। এখনো পর্যন্ত কোন ধরণের সরকারি সুবিধা পাইনি।

কুতুবপুর ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া গ্রামের ইউপি সদস্য ঘেন্টু জানান, আমাদের গ্রামে এ পর্যন্ত আমার হাতে ২৫টি ত্রাণের বস্তা এসেছে।

শেখ, শুকুর আলী, কলা ব্যবসায়ী মনি, স্বামী হারা টুনা খাতুন, নজরুল ইসলাম, আরতী খাতুন। বামনপাড়ার রিভামদ্দি, কুদরত, দোকান কর্মচারি শাহাবুদ্দিন, কলিমদ্দিন, আবু তাহের, সেলুন দোকানি এরশাদ জানান, আমাদের দিন কাটছে অনাহারে কখনো অর্ধাহারে। আমরা কোন সরকারি বা বেসরকারি কোনভাবেই ত্রাণ সুবিধা পাইনি। এভাবে চলতে থাকলে না খেয়ে থাকতে হবে।

মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার বাসিন্দা সুফিয়ান বলেন, ৪ নং ওয়ার্ডের নতুনপাড়া ও মাঠপাড়াতে ৬শ পরিবার এদের মধ্যে ৫শ পরিবার দারিদ্র সীমার নিচে। এর মধ্যে ত্রাণ পেয়েছে মাত্র ১৫-২০টি পরিবার।

এছাড়াও নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক মেহেরপুর শহরের বেশ কয়েকজন রিক্সা চালক জানান, আমাদের সমিতি ভোটার আইডি নিয়েছে অনেক আগেই। অনেক চালক ইতিমধ্যে ত্রাণ সুবিধা পেয়েছে কিন্তু আমরা পাইনি। বাধ্য হয়ে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হলেও পুলিশের ভয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে।

এদিকে গত ১২ এপ্রিল ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এ “মেহেরপুরে ২৩ হাজার পরিবার পেয়েছে ত্রাণ সামগ্রী” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের পর সেখানে সাধারণ মানুষের রয়েছে ভিন্ন মতামত। এদের মধ্যে রাফসান সানি নামের একজন লিখেছেন, পেয়েছে কম বেশি কিন্তু স্বজনপ্রীতি হয়েছে। প্রকৃত দরিদ্রদের তালিকা সঠিকভাবে করা উচিত ছিল।

এইচ এম সাহেব নামে আইডি থেকে লিখেছেন, অফিসিয়ালি দেওয়া হয়েছে কিন্তু ন্যাচারালি একটু ভিন্ন ছিলো। ইএস ইমন নামের আইডি থেকে লিখেছে, শুনেন স্যার ২৩ হাজার ত্রাণ আপনার খাতায় থাকতে পারে মানুষের বাড়িতে না। খোজ নিন আপনার ২৩ হাজার ত্রাণ কোথাই গেলো মানুষের ঘরে না চোরের ঘরে।

রুহুল আমিন রুহুল লিখেছেন, চাউল বিতরণের নামে দলবাজি চলছে। সৌদি প্রবাসী আইডি থেকে লিখেছেন কোথায় কোথায় গেলো বুঝলাম না। চাঁদবিল গ্রামের হাবিবুল্লাহ লিখেছেন, আমাদের আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল গ্রামে এসে দেখে জান কতজন ত্রাণ পেয়েছে, আমার জানামতে যে কয়জন পেয়েছে তারা পাওয়ার উপযোগী নই। নেতারা তাদের লোকজন নিয়ে ব্যস্ত। গ্রামের গরিব অসহায় লোকজন পেলো কিনা সেটা তাদের দেখার বিষয় নয়।

রফিকুল ইসলাম পথিক লিখেছেন, আওয়ামীলীগ দেখে তালিকা হয়েছে, ভিন্ন মতের মানুষ পাইনি বললেই চলে।

আরিফুর রহমান লিখেছেন, ২৩ হাজার আইডি কার্ড নিয়ে সরকারি ত্রাণ বৈধ করা হয়েছে। আরে ভাই কাগজ কলম ঠিক তো সব ঠিক।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, যে পরিমান বরাদ্ধ এসেছে তাতে আমরা সকল নিম্ম আয়ের মানুষকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন বেশ কিছুদিন ধরে মেহেরপুর সদরসহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিরতণ করা হচ্ছে।

আজকেও যারা টাইলস মিস্ত্রি আছেন তাদের ১৫ কেজি করে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। গ্রামের অনেকেরই অভিযোগ প্রকৃত মানুষের কাছে ত্রাণ যাচ্ছে না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের তালিকাতে এমন হতে পারে। এছাড়াও যারা পাইনি তারা পর্যায়ক্রমে পাবে।

মেহেরপুরে ত্রাণের দাবিতে বন্দরবাসী

মেহেরপুর সদর উপজেলা বন্দর গ্রামে ত্রানের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন কর্মহীন মানুষরা।

বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে বন্দর গ্রামের প্রায় অর্ধশত মানুষ খাদ্য সহায়তার দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে।

এ সময় গ্রামবাসীরা ত্রান বিতরনে অনিয়মের অভিযোগ করেন।

তারা আরও জানায় ঘরে ঘরে সরকারী ত্রান পৌছানোর কথা থাকলেও তাদের কাছে খোজও নিচ্ছে না।

তাদের পরিবারে যে টুকু খাবার সংগ্রহ করা ছিলো এখন তা ফুরিয়ে যাচ্ছে এতে করে তো করোনার আগেই না খেতে পেয়ে মারা যাবো।

পেটে যদি খুধা থাকে তবে করোনাকে ভয় করে কি করবো।

আর কই দিন পরে তো বৌ বাচ্চা কে নিয়ে না খেয়ে থাকতে হবে।

ত্রাণের দাবি নিশ্চিন্তপুরের কর্মহীন ৫০ পরিবারের

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের অন্তরভুক্ত একটি পাড়ার নাম নিশ্চিন্তপুর। করোনা ভাইরাসের কারনে গত ২৪ মার্চ থেকে মেহেরপুরকে অঘোষিত লক ডাউন করা হয়েছে। এর পর থেকে প্রায় সব ধরনের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে।

এতে বিপাকে পড়েছে নিশ্চিন্তপুরের প্রায় ৫০টি পরিবার। কাজ না থাকায় কখনো অনাহারে আবার কখনো অর্ধাহারে দিন পার করছে। এখনো পর্যন্ত সরকারি বা বেসরকারি কোন ভাবেই কোন ত্রাণ সামগী পাইনি কেউ।

নিশ্চিন্তপুর গ্রামের লাল চাঁদ, শফিকুল, সাহারুল, নাইম, বজলু, হাসেমআলী সহ অনেকেই জানান, আমরা দিনমজুরের কাজ করে কোন রকম সংসার চালায়। কিন্তু করোনার ভয়ে বাইরে বেরুতে পারছিনা। আমাদের ঘরে গচ্ছিত কোন খাবার নেই। পরিবার নিয়ে মানবেতর দিন পার করছি। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে।

৬ নং ইউপি সদস্য ঘেন্টু মিয়া জানান, আমাদের এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ জনকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চাহিদা অনেক। সবাইকে দিতে পারছি না। তাছাড়া সরকারি ভাবে খুবএকটা বেশি ত্রাণ আসছেও না।

বিএনপি নেতা জাকিরের ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য ও পিচ এম্বাসেডর জাকির হোসেন এর উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার মেহেরপুর শহরের

প্রায় ৩০টি পরিবারের হাতে ব্যক্তিগত ভাবে ত্রাণ খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেন।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সদস্য ও ৫ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম মনি এই ত্রাণ সামগ্রী বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌছে দেন।

অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান জাকির হোসেন।

আমদহ ইউনিয়নে ১৬৯ পরিবারে ত্রাণ বিতরণ

মেহেরপুরের আমদাহ ইউনিয়নে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ১৬৯ কর্মহীন মানুষের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

‘প্রয়োজন যেখানে, ত্রাণ পৌঁছে যাবে সেখানে’ এ স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সরকারি ভাবে করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধ ও চলমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় দরিদ্র দিনমজুর মানুষদের মধ্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

এ সময় প্রত্যেক পরিবারকে ১০ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল, ৫ কেজি আলু, ২ লিটার তেল, ২ কেজি পেয়াজ ও ২ কেজি লবন বিতরণ করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা মোঃ তাইজুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল লাহেল এবং আমদাহ ইউনিয়নের মেম্বার মোঃ দরুদ আলী।